গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১৫.২১(অংশ).২৬১

তারিখ : ১৬ আশ্বিন ১৪৩১ / ০১ অক্টোবর ২০২৪

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে সাম্প্রতিক বন্যা, অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বোরো ধানের বীজ (উফশী জাত) ও সার বিতরণের মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ ও জি.ও জারি সংক্রান্ত।

সূত্র: ১) অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪.৬১, তারিখ ০১/১০/২০২৪ খ্রি.
২) কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১৫.২১(অংশ).২৬০, তারিখ ০১/১০/২০২৪ খ্রি.

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের '১২০০০৬৫০৫- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতে বরাদ্দকৃত ৬১৩৮৫.০০ লক্ষ (ছয়শত তেরো কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকার মধ্যে '৩২৫১১০৫-সার' উপখাতে বরাদ্দকৃত ১৭০০০.০০ লক্ষ (একশত সত্তর কোটি) টাকা হতে ২০৩৫.০০ লক্ষ (বিশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা, '৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা' উপখাতে পুনঃউপযোজনপূর্বক বরাদ্দকৃত ৩৬৯৫৮.৯৬৮ লক্ষ (তিনশত উনসত্তর কোটি আটান্ন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত) টাকা হতে ১৫৬৭.৫০ লক্ষ (পনেরো কোটি সাতষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ও '৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান' উপখাতে পুনঃউপযোজনপূর্বক বরাদ্দকৃত ৭৪২৬.০৩২ লক্ষ (চুয়াত্তর কোটি ছাব্বিশ লক্ষ তিন হাজার দুইশত) টাকা হতে ৩৪৩.৭৫ লক্ষ (তিন কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ৩৯৪৬.২৫লক্ষ (উনচল্লিশ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা খরিপ-২ মৌসুমে বোরো ধানের বীজ (উফশী জাত) ব্যবহারের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বন্যায় ধান ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া এবং আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিতরণের জন্য নিম্নে বর্ণিত ০২ নং অনুচ্ছেদে কৃষক প্রতি/বিঘাপ্রতি উপকরণ সহায়তার বিবরণ, ০৩ নং অনুচ্ছেদে জেলাওয়ারী পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ, ০৪ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' এবং ০৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলী ও প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে ব্যয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এর অনুকূলে ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল:

০২। এ পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কৃষক প্রতি/বিঘাপ্রতি উপকরণ সহায়তার বিবরণ:

ক্র. নং	উপকরণ/খাত		কৃষক প্রতি/বিঘাপ্রতি উপকরণ সহায়তা (কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	কৃষক প্রতি/বিঘাপ্রতি ব্যয় (টাকা)
১	বীজ		৫.০০	৫৭.০০	২৮৫.০০
২	সার	ক) ডিএপি	১০.০০	১৯.০০	১৯০.০০
		খ) এমওপি	১০.০০	১৮.০০	১৮০.০০
	উপমোট		**২৫.০০ (কেজি)**		
৩	পরিবহন ব্যয়			১.৫০ কেজি প্রতি	৩৭.৫০
৪	আনুষংগিক ব্যয়			১.০০ কেজি প্রতি	২৫.০০
৫	মোট				৭১৭.৫০

০৩। এ পুনর্বাসন কর্মসূচির জেলাভিত্তিক উপকারভোগী কৃষক ও অর্থ বিভাজন (এক নজরে পুনর্বাসন কর্মসূচি):

লক্ষ টাকা

ক্র.নং	জেলার নাম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (জন/বিঘা)	উপকরণের পরিমাণ (মে. টন)				উপকরণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)							মোট বরাদ্দ
							'৩২৫১১০৯-বীজ ও চারা'	'৩২৫১১০৫-সার'			'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'			
			বীজ	ডিএপি সার	এমওপি সার	উপমোট সার	বীজ	ডিএপি সার	এমওপি সার	উপমোট সার	পরিবহন ব্যয়	আনুষংগিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	উপমোট অন্যান্য ব্যয়	
১	কুমিল্লা	১২০০০০	৬০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	২৪০০.০০	৩৪২.০০	২২৮.০০	২১৬.০০	৪৪৪.০০	৪৫.০০০	৩০.০০০	৭৫.০০০	৮৬১.০০০
২	চাঁদপুর	৪২০০০	২১০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০	৮৪০.০০	১১৯.৭০	৭৯.৮০	৭৫.৬০	১৫৫.৪০	১৫.৭৫০	১০.৫০০	২৬.২৫০	৩০১.৩৫০
৩	বি,বাড়িয়া	৫২০০০	২৬০.০০	৫২০.০০	৫২০.০০	১০৪০.০০	১৪৮.২০	৯৮.৮০	৯৩.৬০	১৯২.৪০	১৯.৫০০	১৩.০০০	৩২.৫০০	৩৭৩.১০০
৪	সিলেট	৪০০০০	২০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৮০০.০০	১১৪.০০	৭৬.০০	৭২.০০	১৪৮.০০	১৫.০০০	১০.০০০	২৫.০০০	২৮৭.০০০
৫	মৌলভীবাজার	৩২০০০	১৬০.০০	৩২০.০০	৩২০.০০	৬৪০.০০	৯১.২০	৬০.৮০	৫৭.৬০	১১৮.৪০	১২.০০০	৮.০০০	২০.০০০	২২৯.৬০০
৬	হবিগঞ্জ	৪০০০০	২০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৮০০.০০	১১৪.০০	৭৬.০০	৭২.০০	১৪৮.০০	১৫.০০০	১০.০০০	২৫.০০০	২৮৭.০০০
৭	চট্টগ্রাম	৪৫০০০	২২৫.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৯০০.০০	১২৮.২৫	৮৫.৫০	৮১.০০	১৬৬.৫০	১৬.৮৭৫	১১.২৫০	২৮.১২৫	৩২২.৮৭৫
৮	কক্সবাজার	৩০০০০	১৫০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৬০০.০০	৮৫.৫০	৫৭.০০	৫৪.০০	১১১.০০	১১.২৫০	৭.৫০০	১৮.৭৫০	২১৫.২৫০
৯	নোয়াখালী	৫০০০০	২৫০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০০.০০	১৪২.৫০	৯৫.০০	৯০.০০	১৮৫.০০	১৮.৭৫০	১২.৫০০	৩১.২৫০	৩৫৮.৭৫০
১০	ফেনী	৬০০০০	৩০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	১২০০.০০	১৭১.০০	১১৪.০০	১০৮.০০	২২২.০০	২২.৫০০	১৫.০০০	৩৭.৫০০	৪৩০.৫০০
১১	লক্ষীপুর	২৫০০০	১২৫.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	৫০০.০০	৭১.২৫	৪৭.৫০	৪৫.০০	৯২.৫০	৯.৩৭৫	৬.২৫০	১৫.৬২৫	১৭৯.৩৭৫
১২	রাংগামাটি	৭০০০	৩৫.০০	৭০.০০	৭০.০০	১৪০.০০	১৯.৯৫	১৩.৩০	১২.৬০	২৫.৯০	২.৬২৫	১.৭৫০	৪.৩৭৫	৫০.২২৫
১৩	খাগড়াছড়ি	৭০০০	৩৫.০০	৭০.০০	৭০.০০	১৪০.০০	১৯.৯৫	১৩.৩০	১২.৬০	২৫.৯০	২.৬২৫	১.৭৫০	৪.৩৭৫	৫০.২২৫
মোট		৫৫০০০০	২৭৫০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	১১০০০.০০	**১৫৬৭.৫০**	১০৪৫.০০	৯৯০.০০	**২০৩৫.০০**	২০৬.২৫	১৩৭.৫০০	**৩৪৩.৭৫**	**৩৯৪৬.২৫**

০৪। '২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে বোরো ধান (উফশী জাত) বীজ বাবদ পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'ও 'কৃষক তথ্য ছক' নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০৫। কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলী:

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী কৃষক সংখ্যা বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টাররোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৪. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি দ্রুততম সময়ে তালিকাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মাঝে উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করবেন। কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। বিতরণকৃত উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থাতেই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

৫. এ কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত একটি কৃষক পরিবার প্রতি বিঘার জন্য ৫.০ কেজি বোরো উফশী বীজ ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার সহায়তা পাবেন। ১ জন উপকারভোগী কৃষককে কেবলমাত্র ১বিঘা জমির জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৬. কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয়কেন্দ্র/মিল গেট/বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে;

৭. এ কর্মসূচির আওতায় জেলাভিত্তিক জাতওয়ারী সংযুক্ত বিভাজন অনুযায়ী বিএডিসি (৯০%) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প- এর (১০%) তালিকাভুক্ত বীজ উদ্যোক্তাগণের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা সাপেক্ষে বোরো ধানের উফশী জাতের বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৮. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৯. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

১০. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। পুনর্বাসন কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ই-মেইলের যোগে (admonitoring@dae.gov.bd/ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। **অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;**

১১. **সার, বীজ ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে;** এবং

১২. **এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে।**

আপনার বিশ্বস্ত

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

তারিখ : ১৬ আশ্বিন ১৪৩১ / ০১ অক্টোবর ২০২৪

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১৫.২১(অংশ).২৬১

এ আদেশের ০৪ (চার) কপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪
E-mail-input2@moa.gov.bd/
moa.input2@gmail.com

নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪. তারিখ :

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ আদেশের অনুলিপি চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(মুহাম্মদ আনিসুর রহমান)
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১৫.২১(অংশ).২৬১

তারিখ : ১৬ আশ্বিন ১৪৩১ / ০১ অক্টোবর ২০২৪

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। **(বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে সমন্বয় বিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)**
৯. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি।
১১. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ১১ জেলা)।
১২. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি)।
১৩. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস ++ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।**
১৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ১১ টি জেলা)।
১৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৯. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ১১টি জেলা) **(জি.ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)**
২০. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ পুনর্বাসন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে খরচ সমন্বয় করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রেরণের অনুরোধসহ)।**
২১. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০১/১০/২০২৪
নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে বিনামূল্যে বোরো (উফশী জাত) ধান বীজ ও সার বিতরণের পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

১. বোরো ধানের উফশী জাতের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
২. বোরো ধানের নতুন উদ্ভাবিত উফশী জাত সমূহের সম্প্রসারণ;
৩. বোরো ধান চাষে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
৪. কৃষকদের বোরো উফশী ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে;
৫. দেশের খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখা;
৬. কর্মসূচির আওতাভূক্ত কৃষকদের কৃষিযন্ত্রের ব্যবহারসহ আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ করা;

প্রত্যাশিত সুফল:

এ কর্মসূচির আওতায় ৫,৫০,০০০ (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) জন উপকারভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক বিনামূল্যে বোরো ফসলের উফশী বীজ ও সার সহায়তা পাবে। এতে বোরো ফসলের উফশী জাতের আবাদ ৭৩৩৩৩.৩৩ হেক্টর বৃদ্ধি পাবে এবং হেক্টর প্রতি ৪.২২ মে.টন হিসেবে ৩.০৯৫ লক্ষ মে.টন অতিরিক্ত চাল উৎপাদন হবে। ফলশ্রুতিতে কৃষকগণ উফশী জাতের বোরো ধান চাষে উৎসাহিত হবে এবং পরবর্তীতে বোরো ধানের উফশী জাতের আবাদ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হবে। প্রস্তাবিত এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৩.০৯৫ লক্ষ মে.টন চাল উৎপাদন হবে, যার মূল্য ১৩৯২৬০.০০ লক্ষ টাকা (প্রতি কেজি ৪৫/- টাকা হিসেবে) এবং এতে খড় উৎপাদন হবে ৩.৭১৪ লক্ষ মেট্রিক টন যার মূল্য ১১১৪০.৮০০ লক্ষ টাকা (প্রতি কেজি ৩/- হিসেবে)। উৎপাদিত পণ্যের মোট আয় হবে ১৫০৪০০.৮০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১ টাকা ব্যয় করে আয় হবে ১.৪১ টাকা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী কৃষক সংখ্যা বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টাররোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৪. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি দ্রুততম সময়ে তালিকাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মাঝে উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করবেন। কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। বিতরণকৃত উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থাতেই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

৫. এ কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত একটি কৃষক পরিবার প্রতি বিঘার জন্য ৫.০ কেজি বোরো উফশী বীজ ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার সহায়তা পাবেন। ১ জন উপকারভোগী কৃষককে কেবলমাত্র ১বিঘা জমির জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৬. কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয়কেন্দ্র/মিল গেট/বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে;

৭. এ কর্মসূচির আওতায় জেলাভিত্তিক জাতওয়ারী সংযুক্ত বিভাজন অনুযায়ী বিএডিসি (৯০%) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প- এর (১০%) তালিকাভুক্ত বীজ উদ্যোক্তাগণের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা সাপেক্ষে বোরো ধানের উফশী জাতের বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৮. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৯. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

১০. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। পুনর্বাসন কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd/ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। **অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;**

১১. **সার, বীজ ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে;** এবং

১২. **এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে।**

আপনার বিশ্বস্ত

০২/১০/২০২৫

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

(পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com -এ প্রেরণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)

জেলা ও উপজেলার নাম:

ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :

গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

নং	কৃষকের নাম	পিতা ও মাতার নাম	কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	কৃষকের মোবাইল নম্বর	কর্মসূচি সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বীজ, সারের বিবরণ	ফসল উৎপাদন পর্যন্ত উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা
					বীজের নাম ও জাত- বীজের পরিমাণ- সারের পরিমাণ-	

পরিশিষ্ট-ক

২০২৪-২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো উফশী ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা কর্মসূচির জেলাওয়ারি বীজ বিভাজন।

ক্র: নং	জেলার নাম	উপকার ভোগী কৃষকের সংখ্যা	বীজের পরিমান (মে.টন)	জাতের নাম				মোট বীজের পরিমান (মে.টন)
				ব্রিধান-৬৭	ব্রিধান-৭৪	ব্রিধান-৮৯	ব্রিধান-৯২	
১	কুমিল্লা	১২০০০০	৬০০.০০	০.০০	২০.০০	৪০০.০০	১৮০.০০	৬০০.০০
২	চাঁদপুর	৪২০০০	২১০.০০	৫০.০০	৩৫.০০	৬০.০০	৬৫.০০	২১০.০০
৩	বি,বাড়িয়া	৫২০০০	২৬০.০০	০.০০	২০.০০	১৬০.০০	৮০.০০	২৬০.০০
৪	সিলেট	৪০০০০	২০০.০০	০.০০	২০.০০	১২০.০০	৬০.০০	২০০.০০
৫	মৌলভীবাজার	৩২০০০	১৬০.০০	০.০০	২০.০০	৯০.০০	৫০.০০	১৬০.০০
৬	হবিগঞ্জ	৪০০০০	২০০.০০	০.০০	২০.০০	১২০.০০	৬০.০০	২০০.০০
৭	চট্টগ্রাম	৪৫০০০	২২৫.০০	৬০.০০	৪০.০০	৫৫.০০	৭০.০০	২২৫.০০
৮	কক্সবাজার	৩০০০০	১৫০.০০	৪০.০০	২০.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	১৫০.০০
৯	নোয়াখালী	৫০০০০	২৫০.০০	৫০.০০	৪০.০০	৮৫.০০	৭৫.০০	২৫০.০০
১০	ফেনী	৬০০০০	৩০০.০০	৬০.০০	৪০.০০	১১০.০০	৯০.০০	৩০০.০০
১১	লক্ষীপুর	২৫০০০	১২৫.০০	৩০.০০	২০.০০	৩৫.০০	৪০.০০	১২৫.০০
১২	রাংগামাটি	৭০০০	৩৫.০০	০.০০	৫.০০	২৫.০০	৫.০০	৩৫.০০
১৩	খাগড়াছড়ি	৭০০০	৩৫.০০	০.০০	৫.০০	২৫.০০	৫.০০	৩৫.০০
মোট		৫৫০০০০	২৭৫০.০০	২৯০.০০	৩০৫.০০	১৩৫৫.০০	৮২৫.০০	২৭৫০.০০

০১/১০/২০২৪